প্রত্যক্ষের শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Perception)

১ম ছক ঃ

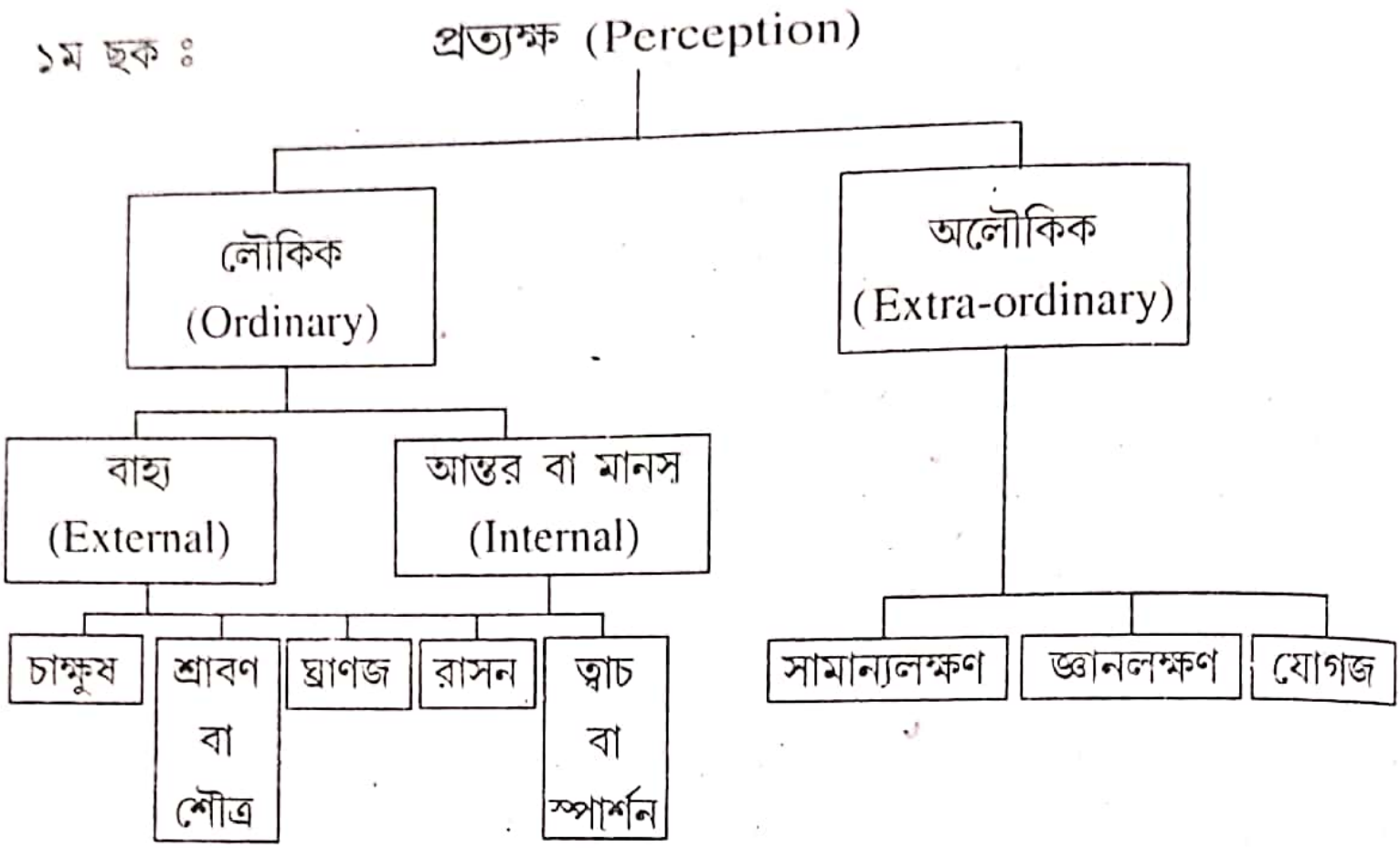

২য় ছক ঃ

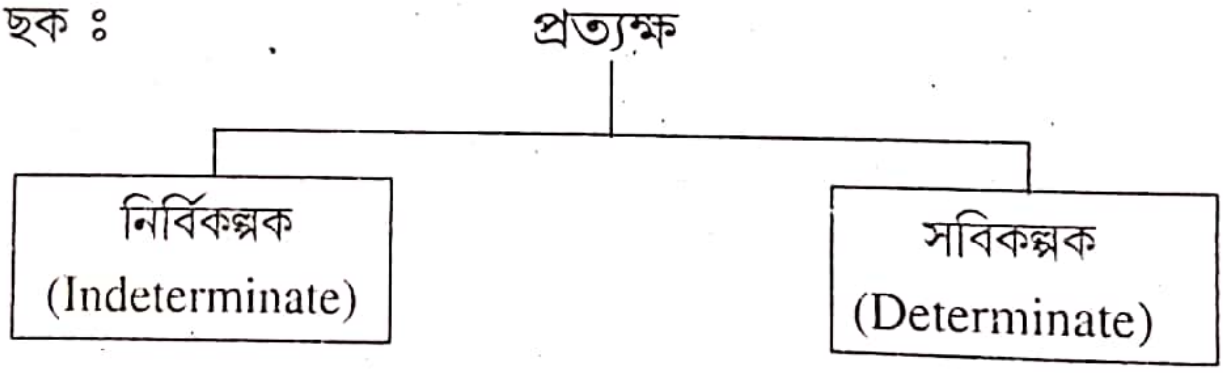

Scanned with CamScanner

শ্রেণীবিভাগ যেভাবে করা হয়েছে তা একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল ঃ

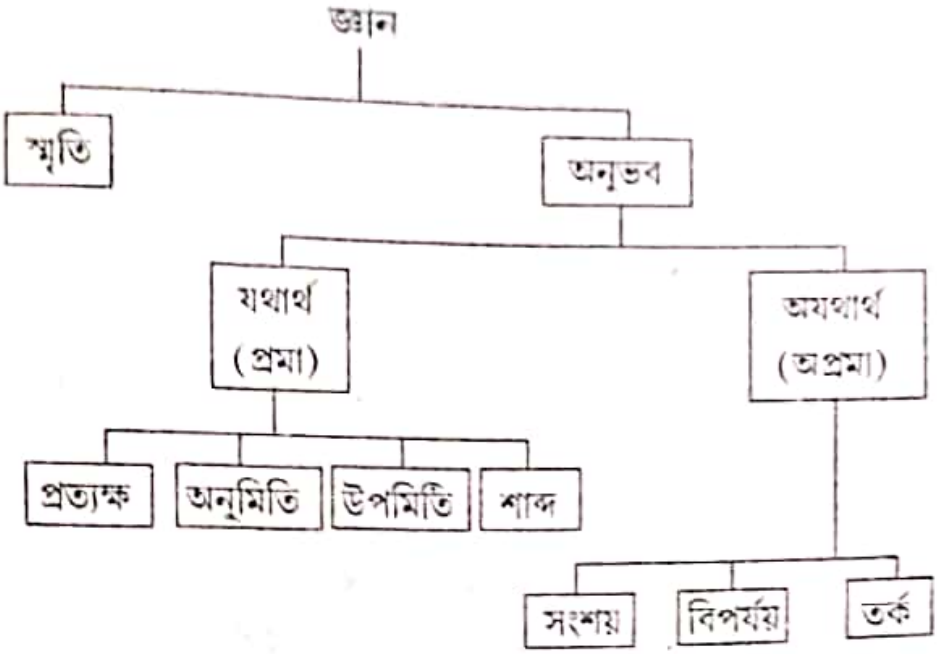

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন সমানতন্ত্র। যেসব দর্শনের তন্ত্র বা সিদ্ধান্ত সমান বা এক তাদের সমানতন্ত্র বলা হয়। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে গৃহীত কয়েকটি সিদ্ধান্ত হল ঃ মোক্ষ বা অপবর্গ পরমপুরুষার্থ এবং তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষ বা নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়। কার্য কারণে অসৎ।[৬] উৎপন্ন বস্তু বা কার্য নতুন কিছু। এই মতবাদ অসৎকার্যবাদ বা আরম্ভবাদ। জগৎরূপ কার্য পরমাণু থেকে উৎপন্ন। এই মতবাদ পরমাণুবাদ।

ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন সমানতন্ত্র হলেও ন্যায়দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় প্রমাণ। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় প্রমেয় বা পদার্থ। প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় বা পদার্থের সিদ্ধি হয়। তাই ন্যায়দর্শনে প্রমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এজন্য ন্যায়শাস্ত্র প্রমাণশাস্ত্র বলে পরিচিত।

কারণ সম্পর্কে ন্যায়মত
(The Nyāya view of Cause)

কারণের লক্ষণ
(Definition of Cause)

ন্যায়দর্শনে যা কার্যের নিয়ত পূর্বে থাকে তাকে কারণ বলা হয়েছে ("কার্য নিয়ত পূর্ববৃত্তি কারণম্")। যা কার্যের পূর্ববর্তী তাই কারণ—এইমাত্র কারণের লক্ষণ হলে তা অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে। ঘটের উৎপত্তির পূর্বে কখনও কখনও গর্দভ উপস্থিত থাকতে পারে। কিন্তু গর্দভ ঘটের উৎপত্তির পূর্বে নিয়ত থাকে না বলে গর্দভকে ঘটের

৬. ন্যায়সূত্র ১/১/১৫

Scanned with CamScanner

কারণ বলা হয় না। যা কার্যের পূর্ববর্তী তাই কারণ—এইমাত্র কারণের লক্ষণ হলে গর্দভও ঘটের প্রতি কারণ হয়ে পড়বে। কিন্তু গর্দভকে ঘটের কারণ বলা হয় না। তাই বলা হয়েছে যা কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী তাই কারণ।

যা কার্যের নিয়ত—এইমাত্র কারণের লক্ষণ হলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। কেননা ঘট কার্য নিয়ত নিজের সঙ্গে থাকায় ঘট নিজেই নিজের প্রতি কারণ হবে। অর্থাৎ কারণের লক্ষণ কার্যে সমন্বয় হওয়ায় লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। কিন্তু ঘট নিজের পূর্বে থাকে না বলে ঘট নিজের প্রতি কারণ হতে পারে না। তাই বলা হয়েছে যা কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী তাই কারণ।

আবার যা কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী—এইমাত্র কারণের লক্ষণ হলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। তন্তু বস্ত্রের নিয়ত পূর্বে থাকে বলে বস্ত্রের কারণ হয়। কিন্তু তন্তুর ধর্ম তন্তুত্ব ও তন্তুরূপ বস্ত্রের সঙ্গে নিয়ত থাকায় বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববর্তী হয় বলে তন্তুত্ব ও তন্তুরূপকে বস্ত্রের কারণ বলতে হবে। কিন্তু তন্তুত্ব ও তন্তুরূপ বস্ত্রের কারণ নয়। কেননা ন্যায়মতে যা স্বতন্ত্রভাবে কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী তাই কারণ। তন্তুত্ব ও তন্তুরূপ তন্তুর সঙ্গে থাকার জন্যই, স্বতন্ত্রভাবে নয়, বস্ত্র কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি হয়। তাই তন্তুত্ব, তন্তুরূপ বস্ত্রের কারণ নয়। তন্তুত্ব ও তন্তুরূপ বস্ত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। যা কার্যের নিয়ত পূর্ববর্তী অথচ কারণ নয়, তাই অন্যথাসিদ্ধ। তন্তুত্ব ও তন্তুরূপ বস্ত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ, কারণ নয়।

তাই অন্নংভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন—যা অন্যথাসিদ্ধ নয় অর্থাৎ অনন্যথাসিদ্ধ ও নিয়ত পূর্ববৃত্তি, তাই কারণ ("অনন্যথাসিদ্ধ নিয়ত পূর্ববৃত্তিত্বং কারণত্বম্")। তন্তু বস্ত্রের নিয়ত পূর্ববর্তী এবং অন্যথাসিদ্ধ হতে ভিন্ন বলে বস্ত্রের কারণ।[৭]

কারণের শ্রেণীবিভাগ

ন্যায়মতে কারণ তিনপ্রকার ঃ সমবায়ী কারণ, অসমবায়ী কারণ ও নিমিত্ত কারণ। ন্যায়মতে কার্য দুরকম হতে পারে ঃ ভাব কার্য ও অভাব কার্য। মৃত্তিকা হতে উৎপন্ন ঘট ভাব কার্য। লাঠির আঘাতে ঘট ভেঙে গেলে যে ঘট ধ্বংস উৎপন্ন হয় সেই ঘটধ্বংস অভাব কার্য। ন্যায়মতে ভাব কার্য তিনটি কারণ হতে উৎপন্ন হয়। ভাব কার্যের সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত কারণ থাকে। বস্ত্র ভাব কার্য। বস্ত্রের সমবায়ী কারণ তন্তু, অসমবায়ী কারণ তন্তু সংযোগ, নিমিত্ত কারণ তুরী, বেমা ইত্যাদি। কিন্তু ঘটধ্বংস রূপ অভাব কার্য কেবল নিমিত্ত কারণ হতে উৎপন্ন হয়। অভাব কার্যের সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ নেই। অভাব কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বলে অভাব কার্যের সমবায়ী, অসমবায়ী কারণ হয় না। ঘটধ্বংস রূপ অভাব কার্যের নিমিত্ত কারণ লাঠি, লাঠি ও ঘটের সংযোগ ইত্যাদি।

---

৭. তর্কসংগ্রহ (সটীকঃ), নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃঃ ২৯৪-৯৭

Scanned with CamScanner

সমবায়ী কারণ ঃ যাতে সমবেত হয়ে অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে থেকে কার্যের উৎপত্তি হয় তাই সমবায়ী কারণ ("যৎ সমবেতং কার্যং উৎপদ্যতে তৎ সমবায়ী কারণম্")। যেমন, তন্তু বস্ত্রের সমবায়ী কারণ, যেহেতু বস্ত্র তন্তুতে সমবায় সম্বন্ধে থেকে উৎপন্ন হয়। বস্ত্র তার নিজের রূপের প্রতি সমবায়ী কারণ। আত্মা জ্ঞানের সমবায়ী কারণ, যেহেতু জ্ঞান আত্মাতে সমবায় সম্বন্ধে থেকে উৎপন্ন হয়।

অসমবায়ী কারণ ঃ কার্যের সঙ্গে বা কারণের সঙ্গে একই অধিকরণে থেকে অর্থাৎ সমবায়ী কারণে থেকে যা কার্যকে উৎপন্ন করে, তাই অসমবায়ী কারণ ("কার্যেন কারণেন বা সহ-একস্মিন অর্থে সমবেতত্বে সৃতি যৎ কারণং তৎ অসমবায়ী কারণম্")। যেমন, তন্তুসংযোগ বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ, আত্মমনঃসংযোগ জ্ঞানের অসমবায়ী কারণ, কপালদ্বয় সংযোগ ঘটের অসমবায়ী কারণ। তন্তুরূপ ঘটরূপের অসমবায়ী কারণ।

অসমবায়ী কারণ দুভাবে হয় ঃ

(১) কার্যের সঙ্গে একই অধিকরণে থেকে যা কার্য উৎপন্ন করে।

অথবা (২) কারণের সঙ্গে একই অধিকরণে থেকে যা কার্য উৎপন্ন করে।

১. প্রথম প্রকার অসমবায়ী কারণের দৃষ্টান্ত হল ঃ তন্তু সংযোগ বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ। একটি নিয়ম আছে—কোন পদার্থকে কারণ হতে হলে তাকে কার্যের সঙ্গে একই অধিকরণে থাকতে হবে। এক্ষেত্রে বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ তন্তুসংযোগ তন্তুতে (তন্তুসংযোগের অধিকরণ) থাকে এবং সেই তন্তুতে বস্ত্র (কার্য) সমবায় সম্বন্ধে থাকে। তন্তুসংযোগ ও বস্ত্র সমানাধিকরণ হয়। তাই তন্তুসংযোগ বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ।

২. দ্বিতীয় প্রকার অসমবায়ীকরণের দৃষ্টান্ত হল ঃ তন্তুরূপ বস্ত্ররূপের অসমবায়ী কারণ। এখানে বস্ত্ররূপ কার্য। কিন্তু তন্তুরূপ ও বস্ত্ররূপ-এর সামানাধিকরণ্য, (একই অধিকরণে থাকা) সাক্ষাৎভাবে দেখানো যায় না। কিন্তু পরম্পরাভাবে এরা একই অধিকরণে থাকে। তাই তন্তুরূপ বস্ত্ররূপের অসমবায়ী কারণ। তন্তুরূপ সমবায় সম্বন্ধে তন্তুতে থাকে। তন্তুরূপের অধিকরণ তন্তু। কিন্তু সেই তন্তুতে বস্ত্ররূপ (কার্য) থাকে না। বস্ত্ররূপ থাকে বস্ত্রে। তাই তন্তুরূপ বস্ত্ররূপ সমানাধিকরণ হয় না। কিন্তু তন্তুরূপের অধিকরণ তন্তুতে বস্ত্ররূপ-এর কারণ বস্ত্র সমবায় সম্বন্ধে থাকে। অর্থাৎ তন্তুরূপ থাকে তন্তুতে এবং সেই তন্তুতে বস্ত্ররূপের সমবায়ী কারণ বস্ত্র সমবায় সম্বন্ধে থাকে। এইভাবে পরম্পরা সম্বন্ধে বা স্বসমবায়ী সমবায় সম্বন্ধে তন্তুরূপ বস্ত্ররূপের সমবায়ী কারণ বস্ত্রে থাকে বলে তন্তুরূপ বস্ত্ররূপের অসমবায়ী কারণ হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সমবায়ী কারণ সর্বদা দ্রব্যই হয়। গুণ বা কর্ম সমবায়ী কারণ হয় না। বস্ত্রের সমবায়ী কারণ তন্তু দ্রব্যপদার্থ। অসমবায়ী কারণ গুণ বা কর্মই হয়ে থাকে। বস্ত্রের অসমবায়ী কারণ তন্তুসংযোগ গুণপদার্থ, হস্তপুস্তকসংযোগের অসমবায়ী কারণ হস্তের ক্রিয়া কর্মপদার্থ।

নিমিত্ত কারণ ঃ কার্যের সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ থেকে ভিন্ন কারণকে নিমিত্ত কারণ বলে। তন্তুবায়, তরী, বেমা ইত্যাদি বস্ত্রের প্রতি নিমিত্ত কারণ। এগুলি বস্ত্রকার্যের

Scanned with CamScanner

উৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয়, কিন্তু সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ থেকে ভিন্ন। ন্যায়মতে ঈশ্বর, ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রযত্ন, অদৃষ্ট, দিক, কাল ও তৎ তৎ কার্যের প্রাগভাব যে কোন কার্যের প্রতি কারণ এবং এগুলি নিমিত্ত কারণ।[৮]

কারণ ও করণ

নৈয়ায়িকেরা কারণ ও করণের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যা অনন্যথা সিদ্ধ ও কার্যের নিয়ত পূর্ববৃত্তি তাই কারণ। কারণ সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে দুপ্রকার। ন্যায়মতে ঈশ্বর, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের প্রযত্ন, অদৃষ্ট, দিক, কাল ও তৎ তৎ কার্যের প্রাগভাব যে কোন কার্যের উৎপত্তিতে কারণ বলে সাধারণ কারণ। এই আটটি সাধারণ কারণ ভিন্ন যে যে পদার্থ কার্যোৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয়, তাই অসাধারণ কারণ।

নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট অসাধারণ কারণকে করণ বলেছেন (অসাধারণং কারণং করণম্)। করণের এই লক্ষণ স্বীকার করলে মৃত্তিকা, সলিল, সূত্র, কুম্ভকারকেও ঘটকার্যের প্রতি করণ বলতে হয়, যেহেতু এগুলি আটটি সাধারণ কারণ থেকে ভিন্ন। কিন্তু ন্যায়দর্শনে মৃত্তিকা, কুম্ভকার প্রভৃতিকে ঘটকার্যের প্রতি কারণ বলা হলেও করণ বলা হয়নি। ঘটের প্রতি করণ হল দণ্ড, চক্র ইত্যাদি। তাই নৈয়ায়িকেরা করণের লক্ষণে 'ব্যাপারবান্' শব্দটি সংযোজন করেছেন। নব্য ন্যায়মতে করণের লক্ষণ হল ঃ 'ব্যাপারবান্ অসাধারণং কারণং করণম্।' অর্থাৎ যে অসাধারণ কারণ ব্যাপারবান্ তাই করণ। 'তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্য জনকত্বং ব্যাপারত্বম্।' অর্থাৎ যা কারণের দ্বারা জন্য বা উৎপন্ন (তজ্জন্য) এবং কারণের দ্বারা জন্য কার্যের জনক (তজ্জন্য জনকত্বম্) তাই ব্যাপার। ঘটকার্যের প্রতি ব্যাপার হল কপালদ্বয়সংযোগ। কপালদ্বয়সংযোগ, দণ্ড, চক্র প্রভৃতি কারণের দ্বারা জন্য এবং ঘটকার্যের জনক। দণ্ড, চক্র প্রভৃতি কারণ কপালদ্বয়সংযোগ ব্যাপারের দ্বারা ঘটকার্যের জনক হয় বলে ব্যাপারবান্ কারণ। তাই দণ্ড, চক্র ঘটকার্যের প্রতি করণ।

যা করণ তা কারণ, কিন্তু যে কোন কারণ করণ নয়। যে কারণগুলি সাক্ষাৎভাবে কার্যের কারণ হয় না, কিন্তু ব্যাপারের মাধ্যমে কারণ হয় তাই ব্যাপারবান্ কারণ বা করণ।

'ব্যাপারবান্ কারণং করণম্' করণের এই লক্ষণ স্বীকার করে অন্নংভট্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি ইন্দ্রিয়কে, উপমিতি জ্ঞানের প্রতি সাদৃশ্যজ্ঞানকে, শাব্দজ্ঞানের প্রতি পদজ্ঞানকে করণ বলেছেন। কিন্তু অনুমিতির ক্ষেত্রে অন্নংভট্ট প্রাচীন ন্যায়কে অনুসরণ করে পরামর্শজ্ঞানকে অনুমিতির করণ বলেছেন। প্রাচীন ন্যায়ে কার্যের চরম বা অন্তিম কারণকে করণ বলা হয়েছে। 'ফলা যোগ-ব্যবচ্ছিন্নং কারণং করণম্'—এটি প্রাচীন মতে করণের লক্ষণ। অর্থাৎ ফলের—কার্যের, অযোগ-না হওয়া, ব্যবচ্ছিন্ন করে যে কারণ,

Scanned with CamScanner